ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২০৭৮

আগরতলা,০৫ সেপ্টেম্বর,২০১৮

শারীর শিক্ষকদের কনভেনশনে মুখ্যমন্ত্রী

নভেম্বরে রাজ্যে নর্থ-ইস্ট ইয়ুথ ফেস্টিভেল

আমাদের রাজ্যের তরুণ প্রজন্মকে খেলাধূলায় উৎসাহী করে তুলতে হবে। এই কাজে একটা বড় ভূমিকা নিতে পারেন রাজ্যের শারীর শিক্ষকগণ।আজ যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে নজরুল কলাক্ষেত্রে আয়োজিত 'ত্রিপুরা শারীর শিক্ষক কনভেনশন'-এর উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। কনভেনশনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী এ্যাথলেটিক্স, কাবাডি, খো খো-ইত্যাদি দেশীয় খেলাগুলিতে বিদ্যালয়স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত বিভিন্ন প্রান্তে খেলাধূলার প্রসার ঘটাতে হবে। প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও শারীর শিক্ষা এই সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য। শিক্ষা কেবল পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা ঠিক হবে না। প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও শারীর শিক্ষাকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। এই দিশাতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী আগামী বছর থেকে খেলাধুলাকে বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে বাধ্যতামূলক করার কথা ঘোষণা করেছেন। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন জায়গায় ২০টি স্পোর্টস স্কুল খোলার জন্য ঘোষণা দিয়েছেন। এধরণের একটি স্কুল যাতে আমাদের রাজ্যেও করা যায় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানোর জন্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন প্রজন্মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব রেখে প্রবীনদেরও এগিয়ে আসতে হবে। এতে নিজেদের গুণমান বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের মধ্যে নতুন চিন্তাধারারও উদ্ভব ঘটবে। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট একটি অপরিহার্য বিষয়। এজন্য প্রযুক্তিগত শিক্ষা থাকা প্রয়োজন। আর সেই দিশাতেই কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। বিদ্যালয়স্তরে খেলাধূলাকে পাঠ্যক্রমে নিয়ে আসা এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রসারের মধ্য দিয়েই একটা সুস্থ যুবশক্তি গড়ে উঠবে। এজন্যই কেন্দ্রীয় সরকার এই দুটি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, পুঁথিগত শিক্ষার সাথে যদি শারিরীক স্বতস্ফুর্ততা না থাকে তাহলে জীবনে স্থবিরতা আসতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান ত্রিপুরা সরকার নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার অঙ্গিকার নিয়েছে। এতে শারীরশিক্ষকরা বড় ভূমিকা পালন করতে পারেন। দেশের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ বিদ্যালয়ের যুব শক্তিকে এই ক্ষেত্রে জাগ্রত করে তুলতে পারেন। তিনি বলেন, নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর আমাদের রাজ্যে বিশাল পরিমাণে নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। রাজ্যকে নেশামুক্ত করে গড়ে তুলতে পারলে নারীদের নিরাপত্তা প্রদান করা যাবে। তবেই রাজ্য সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবে। তিনি বলেন, তথ্য অনুযায়ী ত্রিপুরা পুলিশ কাজ করার ফলে রাজ্যে অপরাধমূলক কার্যকলাপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে অপরাধকে দমন করতে আরও কিছু সময় প্রয়োজন। কারণ এই অপরাধ আমাদের সমাজ বিগত ৪০ বছর ধরে চলে আসছে। পূর্বতন সরকার এই নেশা দমনে কোনরকম কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

২য় পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শারীর শিক্ষকগণ আমাদের রাজ্যের কৃতিমান ব্যক্তিত্ব। আমাদের উচিত কৃতিমান শারীর শিক্ষকদের ছবি এবং নাম বিদ্যালয়ে রাখা উচিত। এতে করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ বাড়বে। তিনি বলেন, বিশ্বের দরবারে ছোট সুন্দর ত্রিপুরাকে তুলে ধরতে জিমনাস্টিক্স-এ দীপা কর্মকার, কিক্ বক্সিং-এ নিষ্ঠা চক্রবর্তী এবং মহিলা ফুটবল গোলকিপার লক্ষিতা রিয়াং এর ভূমিকা অসীম। তিনি বলেন, এই রাজ্যের জনজাতি সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের ফুটবলের প্রতি আকর্ষণ এবং পারদর্শিতা রয়েছে। ২০-২৫ বছর আগে ত্রিপুরার মাঠে ময়দানে এমনকি জমিতেও ছেলে-মেয়েদের উৎসাহের সাথে ফুটবল খেলতে দেখা যেত। কিন্তু বর্তমানে এই দৃশ্য প্রায় বিলুপ্ত। কারণ ছেলে-মেয়েরা খেলাধূলার প্রতি আসক্তির পরিবর্তে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরার খেলাধূলার ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে শারীর শিক্ষকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবছরের নভেম্বর মাসে রাজ্যে নর্থ-ইস্ট ইয়ুথ ফেস্টিভেলের আয়োজন করা হবে। এতে ১০ হাজার যুবক-যুবতী বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করবে। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে তিনি জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শারীর শিক্ষকরা সমাজকে জাগ্রত করবেন, বিদ্যালয়ে নেশার সুফল ও কুফল সম্পর্কে অবগত করবেন। রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত করার জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন তা ছাত্র-ছাত্রীদের জানাবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী বলেন, ক্রীড়া ক্ষেত্রে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় নতুন সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। সরকার ক্রীড়া ক্ষেত্রকে রাজনীতি মুক্ত করার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে বর্তমান রাজ্য সরকার উত্তর প্রদেশ এবং রাজস্থানের স্পোর্টস অ্যাক্ট অনুসরণ করে রাজ্যেও একটি স্পোর্টস অ্যাক্ট চালু করা হয়েছে। খেলার জগতে একটা সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতে সরকার এই উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, বিদ্যালয়স্তর থেকে ক্রীড়া প্রতিভা তুলে আনার ক্ষেত্রে রাজ্যের শারীর শিক্ষকদের ভূমিকা অপরিসীম। সময়ের পরিবর্তনে শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্কের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষকদের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের নিষ্ঠা, সম্মান ও ভালবাসায় আজকাল ঘাটতি দেখা দিয়েছে। শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে সুসম্পর্কের যে চিরাচরিত ঐতিহ্য রয়েছে তা ফিরিয়ে আনতে হবে। ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, রাজ্যে অনেক ক্রীড়া প্রতিভা রয়েছে। শারীর শিক্ষকদের কাজ হল সেই প্রতিভাকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসা।

অনুষ্ঠানে ক্রীড়া দপ্তরের সচিব, সমরজিৎ ভৌমিক বলেন, রাজ্যে ৪,৮৭৭টি বিদ্যালয় রয়েছে। রাজ্যে ৮৭৫ জন শারীর শিক্ষক রয়েছেন। এর মধ্যে ৭১৪ জনকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৫২ জন শারীর শিক্ষককে আঞ্চলিক এবং জাতীয় স্তরে কোচ এবং ম্যানেজার হিসেবে বহিঃরাজ্যে পাঠানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা উদয়ন সিনহা।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ ক্রীড়া নৈপুন্য প্রদর্শনের জন্য ৭ জন শারীর শিক্ষককে সম্মান প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ। যারা এই সম্মান পেয়েছেন এরা হলেন ফুটবলে হরিপূর্ণর জমাতিয়া, যোগায় সুভাষ চক্রবর্তী, জিমন্যাস্টিক্স-এ গৌরাঙ্গ চন্দ্র পাল, সাঁতারে রঞ্জন কুমার রায়, এ্যাথলেটিক্সে সীমা সাহা এবং বীরেন্দ্র মজুমদার, জুডোতে মানিকলাল দেব। এই অনুষ্ঠানে শারীর শিক্ষক এবং শিক্ষিকাদের এক প্রতিনিধি দল ১৩ দফা দাবি সম্বলিত এবং স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন।

*****